পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।'

—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৯শ বর্ষ : ১৫ ও ১৬ম সংখ্যা

১৫ই পৌষ ১৩৮২ বাংলা : ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭৫ ইং : ২৭শে যিলহজ্জ ১৩৯৫ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী
২৯শ বর্ষ
১৫ ও ১৬ ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
o আল-কুরআন : সুরা ফাতেহার তফসীর	মূল : হযরত খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ	১
o হাদিস শরীফ : ঐক্য এবং প্রীতি ও ভালবাসা	অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৯
o অমৃতবাণী : আহ্‌মদ ও মোহাম্মদ নামের তাৎপর্য	হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মোঃ সালাহ্‌উদ্দীন খন্দকার	১০
o জুমার খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	১৩
o সংবাদ		
o বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লার তৃতীয় সালানা ইজতেমা		২০
o মজলিসে আনসারুল্লার মর্যাদা ও দায়িত্বাবলী		২২
o বাংলা ভাষায় সুরা ফাতেহা ও আমপারার তফসীর		২৪
o আহ্‌মদনগর আনসারুল্লার ইজতেমা অনুষ্ঠিত		২৬
o আগামী তালিমী পরীক্ষা		
o দোওয়ার জন্য প্রার্থনা		২৭
o শোক সংবাদ		
o সালানা জলসা সম্বন্ধে বিশেষ নিবেদন		২৮

বাঃ জামাত আহ্‌মদীয়ার ৫৩ তম সালানা জলসা

আগামী ৫, ৬ ও ৭ই মার্চ ১৯৭৬ইং তারিখে বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় সালানা জলসা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হইবে। ইন্‌শা আল্লাহ।

بسم الله الرحمن الرحيم　　نحمده ونصلي على رسوله الكريم　　وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্য্যায়ের ২৯শ বর্ষ : ১৫ ও ১৬ম সংখ্যা

১৫ পৌষ ১৩৮২ বাং : ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৫ ইং : ৩১শে ফাতাহ্ ১৩৫৪ হিজরী শামসী

আল-কুরআন

সুরা ফাতেহার তফসীর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ) প্রণীত 'তফসীরে কবীর' অবলম্বনে লিখিত] —মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

مالك يوم الدين

বিচার কালের প্রভু

এই আয়াতের অর্থ আল্লাহ্তায়ালা বিচার কালের মালিক (প্রভু), পুরস্কার ও শাস্তির সময়ের মালিক, ধর্ম যুগের মালিক, পূণ্যের যুগের মালিক, পাপের যুগের মালিক, হিসাব লইবার সময়ের মালিক, আমাদের জীবনের বিশেষ বিশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার মালিক ইত্যাদি।

অবশ্য সাধারণতঃ এই আয়াতের অর্থ কেয়ামতের দিনের মালিক করা হয়। কিন্তু ইহার অর্থ ব্যপক, যেরূপ উপরে বলা হইয়াছে। যদিও শেষ, চূড়ান্ত ও পূর্ণ বিচার কেয়ামতের দিনে হইবে, তবুও বিচারের কার্য প্রক্রিয়া ইহ জীবনেও প্রতিমুহূর্ত সচল রহিয়াছে। সুতরাং এই আয়াতের সংক্ষেপে অর্থ হইবে, কেয়ামতের দিনের মালিক। আল্লাহ্তায়ালা আমাদের ইহ জীবনের কার্যকালেও প্রতি মুহূর্ত ও প্রতি অবস্থায় বিচারের কার্য প্রক্রিয়ার মালিক। এ দুয়ের মধ্যে একটা প্রভেদ আছে। ইহ জীবনে মানুষেও আমাদের কাজের বিচার করিয়া পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান করে, যেমন রাজা, বাদশাহ্, শাসক, গুরুজন, শিক্ষক

ইত্যাদি। কিন্তু তাহাদের বিচারে ভুলের অবকাশ আছে। পক্ষান্তরে কেয়ামতের দিনে চূড়ান্ত এবং একক প্রভুত্ব এবং বিচারের কাজ আল্লাহ্‌তায়ালা নিজ হস্তে গ্রহণ করিবেন। সেদিন পূর্ণ ক্ষমতা তাঁহার হইবে এবং তাঁহার বিচারে কোন ভুল হইবে না এবং পুরস্কার ও শাস্তির বিধান ত্রুটিহীন হইবে। মানুষের বিচার ও আল্লাহ্‌তায়ালার বিচারের পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করিবার জন্য মালেকে ইয়াওমিদ্দীনের অর্থ করা হইয়াছে আল্লাহ্‌তায়ালা কেয়ামতের দিনের মালিক, যাহাতে ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধ হয় যে, সেদিন সকলের বিচারের অধিকার ? হইয়া যাইবে এবং একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালা সেদিন প্রভু হিসাবে বিচারের আসনকে অলঙ্কৃত করিবেন।

বিচারের ব্যাপারে আল্লাহ্‌তায়ালা নিজেকে মালিক বলার উদ্দেশ্য বান্দাকে অভয় দেওয়া যে, তিনি একজন বিচারকের ন্যায় নহেন, যিনি নির্দিষ্ট আইনানুযায়ী রায় প্রদান ও প্রকাশ করিতে বাধ্য। বরং তিনি প্রভু হিসাবে যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন পন্থায় ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন করিবার অধিকারী। অত্র আয়াতে প্রভু শব্দের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দ্বিবিধ। একটি হইল মুহূর্তের দুর্বলতায় অনুষ্ঠিত পাপের জন্য অনুতপ্ত মানবকে নৈরাশ্য হইতে বাঁচাইতে এবং তাঁহার মনে আশার সঞ্চার করিতে যে, আল্লাহতায়ালা প্রভু হিসাবে তাহার অপরাধ ক্ষমা করিবার ক্ষমতা রাখেন। পক্ষান্তরে ইহা একটি সতর্কবাণী যে, কেহ যেন আল্লাহ্‌তায়ালার ক্ষমার অযথা সুযোগ লইবার চেষ্টা না করে। কারণ প্রভু হিসাবে যেমন তিনি যথা স্থানে ক্ষমা করিয়া থাকেন, তেমনি তিনি তাঁহার বান্দাকে পাপে লিপ্ত দেখিতে অপছন্দ করেন। সুতরাং খোদাতায়ালা নিজেকে বিচার কালের প্রভু বলিয়া একদিকে মনিবকে যেমন তাহার দুর্বলতা বশতঃ সংকল্পবিহীন অপরাধের জন্য অভয় বাণী শুনাইয়াছেন, তেমনি পরিকল্পিত অপরাধের বিরুদ্ধে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষের মনে আশা ও ভয়ের ভাব সমভাবে সৃষ্টি করিয়া, তাহাকে সদা হুশীয়ার ও উদ্যমশীল থাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও প্রগতির জন্য অপরিহার্য।

খৃষ্টিয় মতবাদ পাপের ফ্রী লাইসেন্স

খৃষ্টিয় ধর্মে নাজাতের ভ্রান্ত শিক্ষার দ্বারা ন্যায়বিচারের অপব্যাখ্যা করিয়া মানুষকে একদিকে নৈরাশ্যকূপে নিক্ষেপ করিয়াছে এবং অপর দিকে কাফ্‌ফারার মতবাদ পেশ করিয়া মনুষকে পাপকার্যে উৎসাহিত করিয়াছে। খৃষ্ট ধর্মের শিক্ষা এই যে, মানব আদিমাতা হাওয়া হইতে উত্তরাধীকারী সূত্রে পাপী হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং একমাত্র যীশুর শুলে আত্মহাতিদানে বিশ্বাস করিলেই পাপ মোচন হইয়া মুক্তিলাভ হয়, কোন নেক আমলের দ্বারা মুক্তিলাভ

হয় না। এই শিক্ষার উভয় দিকই মানবকে পবিত্রতার দিকে না নিয়া বরং গুণাহের দিকে আকর্ষণ করে। এই মতবাদ একদিকে মানুষকে জীবনে নিরাশ করিয়া তাহার নেকীর উদ্যম নষ্ট করে এবং তাহাকে গুণাহের দিকে লিপ্ত করে এবং অপর দিকে তাহাকে কাফ্-ফারার উপর নির্ভরশীল করিয়া পাপে প্ররোচিত করে। এই মতবাদ পাপ করিবার ফ্রী লাইসেন্স স্বরূপ।

আমরা উপরে এই আয়াতের এক অর্থ ধর্ম বা শরীয়তের সময়ের মালিক বলিয়াছি। ইহার মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মের এক সূক্ষ্ম মযমুন বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণভাবে মানবজাতির সহিত খোদাতায়ালার ব্যবহার সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মে হইয়া থাকে। কিন্তু যে যুগে ধর্ম বা শরীয়তের ভিত্তি স্থাপিত বা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর যুগে, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার মালেকীয়তের (প্রভুত্বের) গুণের প্রকাশ করিয়া থাকেন। তখন আল্লাহ্-তায়ালার শুধু বাদশাহাতের গুণের প্রকাশ হয় না, যাহার সম্বন্ধ সাধারণ প্রাকৃতিক বিধানের সহিত, সম্পৃক্ত বরং সেই যুগে আল্লাহ্তায়ালার মালেকীয়তের গুণের বিশেষ প্রকাশ হইয়া থাকে। সেই সময়ে তিনি বিশেষ পন্থায় কাজ করিয়া থাকেন। যাহারা খোদাতায়ালার গুণাবলী সম্বন্ধে সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখে না, তাহারা দেখে প্রাকৃতিক নিয়ম ভাঙিয়া গিয়াছে। এক সম্বলহীন ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়া দুনিয়ার সামনে খোদার আদেশে দাবী পেশ করেন, সকলে তাঁহাকে প্রত্যা-খ্যান করে এবং তাঁহার বিরোধিতা করে। বাহ্যিক পরিবেশও তাঁহার প্রতিকুল দেখা যায়। কিন্তু তবু এই ব্যক্তি জয়যুক্ত হয়েন এবং বিরোধীদল নির্মূল হইয়া যায় এবং বিরোধী পরিবেশ অনুকুল হইয়া যায়। অনুরূপ ভাবে আরও বহু ব্যাপারে যথা দোওয়া এবং মৌজেযাতের মাধ্যমে এমন সব ঘটনা ঘটে, যাহা জগত দেখিয়া বিমূঢ় হইয়া যায়। বস্তুতঃ যখন আল্লাহ্তায়ালা দুনিয়ায় কোন রুহানী সেলসেলা বা শরীয়ত কায়েম করিতে চাহেন, তখন তিনি তাঁহার বাদশাহীয়তের উর্ধে মালেকীয়তের গুণের বিশেষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহার সাধারণ কুদরতের পরিবর্তে প্রিয় বান্দাগণের জন্য নির্দিষ্ট তাঁহার বিশেষ ব্যবহারের প্রকাশ আরম্ভ করিয়া দেন। এইরূপ সময়ে এমন ঘটনাবলী প্রকাশিত হয়, যাহা অসাধারণ মনে হয়! প্রত্যেক নবীর যুগে আল্লাহ্তায়ালার এই প্রকারের সুন্নত প্রাকাশিত হইয়া আসিতেছে। এই সুরায় ইহা বলা হইয়াছে যে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর যামানায়ও এইরূপ হইবে। সাধারণ নিয়মের বিপরীত অসাধারণ ঘটনাবলী তাঁহার সহায়ক হইবে। এতদ্বারা ইহা প্রমাণিত হইবে যে, ইহা শরীয়তের প্রতিষ্ঠার যামানা এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সত্য রসুল।

উপরে এই আয়াতের এক অর্থ করা হইয়াছে যে, তিনি পাপ এবং পুণ্যের যুগের মালিক। দুনিয়ায় দুই প্রকার যুগ আসে। এক যুগ, যখন পাপ ও পূণ্য পাশাপাশি বিরাজ করিতে থাকে। আর এক যুগ আসে যখন কেবলই পাপ বিস্তার লাভ করে। সেই সময়ে আল্লাহ্ মালেক রূপে প্রকাশিত হন এবং স্বীয় বাগানের সংস্কারকল্পে নবী প্রেরণ করেন এবং তাঁহার দ্বারা পৃথিবীতে এক পবিত্র জাতি কায়েম করেন। এইরূপ সময়ে আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় বিশেষ নিয়মের দ্বারা তাঁহার মানোনীত জাতিকে সাহায্য করিয়া যাইতে থাকেন। অতঃপর ঐ জাতি কালের প্রবাহে আদর্শচ্যুত হইয়া পূণ্য হইতে নামিয়া পাপের স্রোতে গা ভাসাইতে আরম্ভ করে। তখন আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার খাস তকদীরকে ফিরাইয়া লয়েন এবং তাহাদের সহিত সাধারণ বিধানে ব্যবহার আরম্ভ করিয়া দেন। পরিশেষে ঐ জাতি আবার যখন একেবারে অধঃপতিত হইয়া যায়, তখন আবার তিনি মালেকীয়তের গুণের প্রকাশ করিয়া নবী প্রেরণ করেন। তিনি পাপের মুলোচ্ছেদ করিয়া আবার এক পবিত্র জাতি গঠন করেন। সে সময় পুনরায় আল্লাহ্-তায়ালা আপন মালিকানা কুদরত এবং ক্ষমতার প্রকাশ করিতে থাকেন। কালপ্রবাহে আবার ঐ জাতি অধঃপতিত হয় এবং এই চক্র আবর্তন করিতে থাকে।

এই আয়াতের এক অর্থ আল্লাহ্তায়ালা আনুগত্যের সময়ের মালিক। নবীর কওমের সম্বন্ধে আল্লাহ্তায়ালার যে খাস তকদীরের কথা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা আল্লাহ্ তায়ালা বিশেষ ব্যক্তিগণের জন্যও প্রকাশ করিয়া থাকেন। যখন কোন ব্যক্তি তাহার জীবন আল্লাহ্তায়ালার পূর্ণ আনুগত্যে যাপন করে, তখন তাহার জন্যও আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার খাস কুদরত প্রকাশ করেন। তখন ঐ ব্যক্তি সাধারণ মানুষের ন্যায় থাকে না, সে আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র হয়।

এই আয়াতের এক অর্থ, করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্তায়ালা আমাদের বিশেষ এবং গুরুত্বপুর্ণ অবস্থার মালিক। ইহা ইঙ্গিত করিতেছে যে, দুনিয়ার প্রত্যেক কাজের দৃষ্টান্ত এক শৃঙ্খলের ন্যায়। কোন ঘটনা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নহে। বরং উহার বহু কড়ি থাকে। যথা কোন অসুখ একদিনের ত্রুটির জন্য হয় না, অথবা স্বাস্থ্য একদিনের আহার বা ব্যায়াম দ্বারা লাভ করা যায় না। মানুষের কাজের দুইটি ফল ফলিয়া থাকে। একটি হইল সাময়িক এবং অপরটি হইল শেষ ও স্থায়ী। যেমন কোন ব্যক্তি চক্ষুর অপব্যবহার করিয়া চক্ষু বেদনায় আক্রান্ত হইল এবং ইহা চিকিৎসায় আরোগ্য হইয়া গেল। আবার চক্ষুর অপব্যবহার করিয়া সে চক্ষু বেদনায় আক্রান্ত হইল। পুনঃরায় সে চিকিৎসা করাইয়া আরোগ্য

লাভ করিল। এই ভাবে বার বার অসাবধান হইতে থাকিলে পরিণামে তাহার চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইবে। তখন চিকিৎসা কোন কাজে লাগিবে না। এক পরিশ্রমী ছাত্র মনোযোগ দিয়া পড়াশুনা করে। ইহাতে তাহার শিক্ষক সন্তুষ্ট হয়। দ্বিতীয় দিন আবার সে পড়া তৈরী করে। শিক্ষক আবার সন্তুষ্ট হয়। এইরূপ পড়া তৈরী করার এক ফল প্রতিদিন সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহার এক সুপ্রভাব তাহার মন ও মস্তিষ্কে পড়িতে থাকে এবং পুস্তকে পড়া বিদ্যা ক্রমে জ্ঞানের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় বুঝিবার জন্য তাহার মেধাকে খুলিয়া দেয়। ফলে সে একদিন দুনিয়ায় মর্যাদা ও প্রশংসা লাভ করে। এই পরম ফল এরূপ সূক্ষ্মভাবে সৃষ্টি হইতে থাকে যে, তাহার সঙ্গী ও বন্ধুগণও টের পায় না এবং ইহার কারণও বুঝিতে পারে না।

এই মযমুন আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছে যে, চূড়ান্ত এবং স্থায়ী সাফল্য একমাত্র আল্লাহ্তায়ালার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনেই লাভ হইতে পারে। অবশ্য মানুষ সাধারণ নিয়মের অনুগামী হইয়া সম্মান ও মর্যাদা লাভ করিতে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত ফল, যাহা ক্রিয়াসমূহের শৃখল পূর্ণ হইলে প্রকাশিত হয়, উহাই সমাদরের যোগ্য। বিশেষ করিয়া যাহা মৃত্যুর সময় ঈমানের আকারে প্রকাশিত হয় এবং যাহার উপর পারলৌকিক জীবনের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই কাম্য।

আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ আয়াতের এই অর্থই নহে যে, আল্লাহ্তায়ালা কেয়ামতের দিনের মালিক, বরং ইহাও যে, সেদিন বাহ্যিকভাবে তিনি ব্যতিরেকে আর কেহ মালিক থাকিবে না।

وَمَا أَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ثُمَّ مَا أَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَّالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ○

অর্থাৎ "তোমরা কি জান ইয়াওমুদ্দীন কি? ইয়াওমিদ্দীন সেই দিন, যখন অপর কেহ কোন কাজে আসিবে না। সে দিন পূর্ণ ক্ষমতা এবং আদেশ কেবল খোদাতায়ালার হইবে।" (সুরা ইনফেতার)। সুতরাং মালিক শব্দের অর্থ এই যে, এই দুনিয়ায় বাহ্যিকভাবে যে সকল বাদশাহ, বিচারক এবং মালিক দেখা যায়, তাহাদের সেলসেলা পরলোকে শেষ হইয়া যাইবে। সেদিন একমাত্র আল্লাহ্তায়ালা মালিক হইবেন। ইহ-

লোকে তিনি পুণ্যের আংশিক পুরস্কার দেন এবং পাপেরও আংশিক শাস্তি দিয়া থাকেন। কারণ ইহলোকে সীমিত জীবনে এবং সীমিত পরিবেশে পূর্ণ পুরস্কার এবং পূর্ণ শাস্তি সম্ভবপর নহে। ইহা পরলোকে অনন্ত ও প্রসারিত জীবনেই সম্ভবপর। তদনুযায়ী তিনি এই ব্যবস্থাই রাখিয়াছেন এবং مالك يوم الدين আয়াতে সেই তথ্যই প্রকাশিত হইয়াছে।

যাহারা পরকালে অবিশ্বাসী, তাহাদেরও ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন এই আয়াতের মধ্যে রহিয়াছে। যেহেতু ইহজীবনে পূর্ণ পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা নাই, সেই জন্য মৃত্যুর পর এক পূর্ণ বিচারের দিন থাকা প্রয়োজন এবং বিচারের ফলাফল ভোগেরও ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আস্তিক ও নাস্তিক সকল মানুষের বিবেক ইহা চাহে যে, পাপী পূর্ণ শাস্তি ভোগ করুক এবং সাধুগণ যথাযোগ্য পুরস্কার প্রাপ্ত হউক। বিবেকের এই চাহিদা পূর্ণ করিবার জন্য আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার মালেকে ইয়াওমিদ্দীনের সেফতে কেয়ামতের দিনের ব্যবস্থা এবং বেহেস্ত ও দোযখের সৃষ্টি করিয়াছেন।

উপরে বর্ণিত ২ হইতে ৪ আয়াতে আল্লাহ্তায়ালার চারিটি সেফাতের উল্লেখ হইয়াছে। যথা (১) رب العالمين রাব্বেল আলামীন। (২) الرحمن আর-রহমান। الرحيم আর-রহীম। (৩) مالك يوم الدين মালেকে ইয়াওমিদ্দীন। এই চারিটি সেফাত চারিটি স্তম্ভের ন্যায়, যাহাদের উপর সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তায়ালার আর্শ স্থাপিত। তাঁহার অপরাপর গুণাবলী এই চারিটি বুনিয়াদী সেফাতের ভাষ্য স্বরূপ।

আল্লাহ্তায়ালাকে লাভ করিবার সন্ধান—
আল্লাহ্তায়ালা এবং বান্দার মধ্যে সোপান

উপরে বর্ণিত চারিটি সেফাতে এবং যে তরতীবে উহাদের বিন্যাস করা হইয়াছে, উহাতে আল্লাহ্তায়ালাকে লাভ করিবার এক উচ্চ ও সূক্ষ্ম রহস্যের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। যখন আমরা এই বিষয় লক্ষ্য করি যে, আল্লাহ্তায়ালার মোকাম উচ্চে এবং বান্দার মোকাম নিম্নে, তখন স্বতঃই ইহা সুস্পষ্ট হইয়া যায় যে, যখন আল্লাহ্তায়ালা বান্দার দিকে আসেন, তখন তিনি উপর হইতে নিচের দিকে আসেন, কিন্তু যখন বান্দা আল্লাহ্তায়ালার দিকে যাইতে চাহে, তখন তাহাকে নিম্ন হইতে উর্ধ দিকে যাইতে হইবে। এই রহস্যটি বুঝিবার পর, সুরা ফাতেহায় আল্লাহ্তায়ালার যে চারিটি সেফাত বর্ণিত হইয়াছে, আমরা উহাদের তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিব। আল্লাহ্তায়ালা বান্দার দিকে আগমন করিতে

(১) رب العالمين (২) رحمن (৩) رحيم (৪) مالك يوم الدين এই চারিটি সেফাতের ধাপে ধাপে নিম্নে অবতরণ করেন। অর্থাৎ যখন তিনি স্বীয় বান্দার উপর প্রকাশিত হইতে চাহেন, তখন তিনি প্রথমে তাঁহার রাব্বেল আলামীনের সেফত প্রকাশ করেন। অর্থাৎ তিনি এমন পরিবেশের সৃষ্টি করেন, যাহার মধ্যে তাঁহার মনোনীত ও প্রিয় বান্দার সুষ্ঠু প্রতিপালনের ব্যবস্থা হয়।

অতঃপর তাঁহার রহমানীয়তের সেফাত কার্যকরী হয় এবং তিনি বান্দার নৈতিক ও রুহানী উন্নতির জন্য উপযোগী সুযোগ ও উপকরণ সমূহ তাহার হস্তে অর্পণ করেন, যদ্বারা সে রুহানী উন্নতি লাভ করে। বান্দা যখন প্রদত্ত উপকরণ সমূহের সদ্ব্যবহার করে, তখন আল্লাহ্তায়ালার রহীমীয়তের সেফতের প্রকাশ হয় এবং তাহার কাজের উত্তম ফল বাহির হইতে থাকে এবং আল্লাহ্তায়ালা তাহার প্রচেষ্টার জন্য তাহাকে পুরস্কৃত করিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর তাহার জন্য আল্লাহতায়ালার মালেকে ইয়াওমুদ্দীন সেফতের প্রকাশ হয়। তাহার নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার চূড়ান্ত ও সমষ্টিগত ফল স্বরূপ তিনি তাহার জন্য নেয়ামত সমূহের এক লম্বা সেলসেলা উন্মুক্ত করিয়াছেন এবং স্বীয় মালেকীয়তের প্রতিবিম্ব স্বরূপ তাহাকে দুনিয়ায় রুহানী ও জাগতিক আধিপত্য দান করেন। ইহাই বান্দার দিকে আল্লাহ্তায়ালার অবতরণের ধারা।

পক্ষান্তরে বান্দা যখন আল্লাহ্তায়ালার দিকে যাইতে চাহে, তখন যাত্রার ধারা সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া যায়। খোদাতায়ালা তাঁহার অবরতণের সিড়ির যে শেষ ধাপে নামিয়া আসেন, বান্দা সেই ধাপে প্রথম পা রাখে। সে নিজের মধ্যে মালেকীয়তের সেফতের অনুশীলন আরম্ভ করে। এই পর্যায়ে সে দয়া ও ক্ষমা মিশ্রিত عدل ন্যায়-বিচারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে থাকে। যখন দয়া ও ক্ষমার গুণ তাহার মধ্যে দানা বাঁধিয়া উঠে, তখন সে আল্লাহ্তায়ালার দিকে চলার প্রথম ধাপ অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় ধাপে পা রাখে এবং সে নিজের মধ্যে রহীমীয়তের গুণের প্রকাশ আরম্ভ করে। সে মানুষকে কাজের প্রতিদানে মুক্ত হস্তে পুরস্কৃত করিতে থাকে। ইহাকে احسان বা বদান্যতার পর্যায় বলে। ইহার পরবর্তী ধাপ হইল রহমানীয়তের। এই পর্যায়ে বান্দার দানের প্রবণতা বৃদ্ধি লাভ করে। তাহার দানশীলতা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয়ের প্রতি সমভাবে প্রকাশিত হয়। মা যেমন তাহার সন্তানগণের প্রতি স্নেহশীল ব্যবহার করে, তাহার ব্যবহার সকলের প্রতি সেই প্রকার হইয়া থাকে। সে কোন প্রতিদানের আকাঙ্খা রাখে না। স্বভাবজ মমতার ন্যায় প্রেরণা তাহার মনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই পর্যায়কে ايتاء ذى القربى আত্মীয় সুলভ

ব্যবহার নাম দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর বান্দা তাহার যাত্রার শেষ পর্যায়ে পদক্ষেপ করে। অর্থাৎ রবুবীয়তের পর্যায়ে। ইহাই রুহানীয়তের চূড়ান্ত পর্যায়। এই পর্যায়ে মানব আল্লাহ্ তায়ালার رب العالمين এর সেফতের বিকাশক হয়েন। তিনি তখন মানব নির্বিশেষে জগতের সকলের কল্যাণ ও হেদায়েতের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁহার লক্ষ্য কেবল নিজের এবং নিজের সঙ্গীগণের কল্যাণ ও হেদায়েতই নহে বরং তিনি বিশ্বের কল্যাণ ও হেদায়েত লাভ চাহেন। তাঁহার দৃষ্টি ব্যক্তিকে ছাড়িয়া সমষ্টির উপর গিয়া পড়ে। এ কাজে তিনি খোদা-প্রদত্ত তাঁহার সকল শক্তি নিয়োজিত করেন এবং সমাজ ও জাতির মধ্যে সংশোধন ও আমুল পরিবর্তন সাধন করেন। আলোচ্য তিনটি আয়াতে খোদাতায়ালার অবতরণ ও বান্দার উর্ধগমনের পূর্ণ ব্যাখ্যা অতি সংক্ষেপে ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। খোদাতায়ালা বান্দার দিকে অবতরণ করিতে প্রথমে রবুবীয়তের ধাপে পা রাখেন, অতঃপর রহমানীয়তের ধাপে, তাহার পর রহীমীয়তের ধাপে এবং পরিশেষে মালেকীয়তের ধাপে। বান্দা আল্লাহতায়ালার দিকে উর্ধগমনে প্রথমে মালেকীয়তের ধাপে পা রাখে, অতঃপর রহীমীয়তের ধাপে, তাহার পর রহমানীয়তের ধাপে এবং পরিশেষে রবুবীয়তের ধাপে উপনীত হয়। অন্য কথায় সে নিজেকে প্রথমে আল্লাহতায়ালার মালেকীয়তের সেফতের রঙে রঙিন করে, অতঃপর রহীমীয়তের রঙে, তাহার পর রহমানীয়তের রঙে এবং পরিশেষে রবুবীয়তের রঙে রঙিন করে। এই ধাপগুলিকে বান্দার জন্য যথাক্রমে রবুবীয়তে, আত্মীয় সুলভ ব্যবহার, এহসান ও আদলের পর্যায় বলিয়াও আখ্যায়িত করা হইয়াছে। এই সকল পর্যায়ে অধিষ্ঠিত পুরুষগণকে আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে যথাক্রমে সালেহ, শহীদ, সিদ্দিক ও নবী আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

ঐক্য এবং পরস্পর প্রীতি ও ভালবাসা

(১)

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি মোমেন হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অন্যান্য ভ্রাতার জন্যও তাহাই পছন্দ করে, যাহা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। (বুখারী)

(২)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ্তায়ালা কিয়ামতের দিন বলিবেন, 'সেই সকল লোক কোথায়? যাহারা আমার মহিমা ও প্রতাপের জন্য একে অন্যের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসা পোষণ করিত। আজ আমার ছায়া ব্যতিরেকে অন্য কোন ছায়া নাই, আমি তাহাদিগকে আজ আমার রহমতের ছায়ায় আচ্ছাদিত করিব।" (মুসলিম)

(৩)

হযরত মিকদাদ বিন মা'দিকারাব (রাঃ) হইতে বর্ণিত; হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, যখন কোন ব্যক্তি তাহার ভ্রাতার প্রতি মহব্বত রাখে, তখন সে যেন তাহার সেই ভ্রাতাকে উহা জানাইয়া দেয় যে, সে তাহাকে ভালবাসে। (তিরমিযী)

(৪)

হযরত আবু হুরাইরা হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্তায়ালা তোমাদের কল্যাণার্থে তিনটি বিষয় পছন্দ করেন এবং তিনটি জিনিস অপছন্দ করেন। তিনি যাহা পছন্দ করেন তাহা হইল: (১) তোমরা যেন তাঁহার এবাদত (পরম আনুগত্য) কর, (২) তাঁহার সহিত কোন কিছু শরীক না কর এবং (৩) তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধর, ঐক্যবদ্ধ হইয়া থাক এবং বিচ্ছিন্নতার পথ অবলম্বন না করি। আল্লাহ্তায়ালা যাহা অপছন্দ করেন তাহা হইল: (১) (আদেশ মান্যতার ব্যাপারে) বচসা ও বাকবিতণ্ডা, (২) অধিক প্রশ্ন এবং (৩) সম্পদের অপচয় করা। (মুসলিম)

অনুবাদ: মৌঃ আহ্মদ সাদেক মাহমুদ

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

আহমদ ও মোহাম্মদ নামের তাৎপর্য

সমস্ত প্রসংসা আল্লাহতায়লার, যিনি সমুদয় বস্তু সৃজন করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বস্তুতে ইহার নিজস্ব বৈশিষ্টপূর্ণ গুণ ও সৌন্দর্য্য স্থাপন করিয়াছেন। তিনি মানব জাতিকে তাঁহার বিশেষ প্রিয়জন হওয়ার অভিপ্রায়ে সৃজন করিয়াছেন এবং তাহার আত্মার বিকাশ ও উপকারের জন্য উপকরণ সমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট সমস্ত বস্তুই শক্তি, সৌন্দর্য্য মৌলিকত্ব ও বিজ্ঞতার পরিচয় দেয়। তিনি সূর্য্যকে কিরণ দান এবং চন্দ্রকে আলো বিতরণের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মানব-জাতিকে ক্ষমতা, যশ ও উচ্চ মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার নিরক্ষর রসুল (সাঃ)-এর উপর শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষিত হউক, যিনি মোহাম্মদ ও আহমদ নাম ধারন করিয়াছেন। হযরত আদম (আঃ)-কে সর্বাগ্রে যখন সমস্ত বস্তুর নাম শিখান হইয়াছিল, এই নাম দুইটি প্রথমে তাঁহাকেই প্রদান করা হয়। কারণ এই নামদ্বয়ই এই পৃথিবী সৃষ্টির নিগুঢ় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে এবং এইরূপে অন্যান্য সমস্ত নামের মধ্যে আল্লাহতায়ালার নিকট সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম স্থান লাভ করে। কাজেই এই নামদ্বয়ে ভূষিত হওয়ার বলে পবিত্র রসুল (সাঃ) অন্যান্য সমস্ত নবী-রসুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। তিনি নবুয়ত সম্পর্কিত সব চেয়ে উচ্চাঙ্গের জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং আল্লাহর অনুগ্রহে চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ ঐশীবাণীসমূহ প্রাপ্ত হন। স্বর্গীয় গুপ্ততত্বে সর্বাধিক সুক্ষাদর্শন শক্তি তাহাকে প্রদান করা হয়। তাঁহার পূর্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে যে সমস্ত কল্যাণ ও আশিস প্রদান করা হইয়াছে, তৎসমুদয়ই তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সমস্ত কারণেই তিনি "খাতামুন্নবীয়ীন" উপাধিতে ভূষিত হন। সাদা-কাল সর্ব জাতির জন্যই তিনি (সাঃ) প্রেরিত হইয়াছেন এবং সকল অন্ধ, বধির ও মুকের আরোগ্যের জন্য মনোনীত হইয়াছেন। তাঁহাকে (সাঃ) এত পরিমানে আশীষ ও কল্যাণে ভূষিত করা হইয়াছে যে ইহার দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী কোন নবী বা রসুলের মধ্যে নাই। আল্লাহতায়ালা স্বীয় প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও তত্বাবধানে তাঁহাকে (সাঃ) জ্ঞান, বুদ্ধি, অন্তর দৃষ্টি, পবিত্রতা ও পবিত্র করণ শক্তি প্রদান করেন এবং তাঁহারই স্বত্যার মনোনীত প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করেন। সুতরাং আপন প্রভুর ভূয়সী প্রসংসা

করা পবিত্র রসুল (সাঃ)-এর জন্য অবশ্য কর্তব্য হইয়া পড়ে। যেহেতু তিনি স্বয়ং তাঁহার সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন সেইহেতু তাঁহাকে স্বীয় রক্ষণাবেক্ষণের আচ্ছাদনে আশ্রয় দান করেন, কোন প্রকারের শিক্ষাদাতা, পিতামাতা ও পৃষ্টপোষকের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকেই আপন প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে তাঁহার (সাঃ) সমুদয় কার্যাবলী সম্পাদন করিয়াছেন এবং তাঁহাকে (সাঃ) সর্ব প্রকারের আশা ও কল্যাণ পূর্ণমাত্রায় প্রদান করেন। সুতরং স্বভাবতঃই পবিত্র রসুল (সাঃ) আল্লাহ্- তায়ালার এত অধিক পরিমানে আল্লাহ্র মহিমা কীর্ত্তন করেন, যাহা কোন মানবের পেক্ষ সম্ভবপর হয় নাই এবং কোন মানব কল্পনা উহার ত্রিসীমানায় পেঁছার নাই। আল্লাহ্তায়ালার মহিমা কীর্ত্তনে তিনিই (সাঃ) পূর্ণতা লাভ করেন এবং তাঁহার প্রভুর স্মরণে সম্পূর্ণ আত্মহারা ও বিলীন হইয়া যান। তাঁহার প্রশংসা ও মহিমা কীর্ত্তনের এই প্রাচুর্যের কারণ এই যে, আল্লাহ্তায়ালা অবিরাম ও অবিচ্ছিন্নভাবে স্বীয় আশীষ সমুহ তাহার (সাঃ) উপর বর্ষণ করিতে থাকেন। তিনি সততঃ তাঁহার পবিত্র রসুলকে (সাঃ) সাহায্য করেন এবং মুহূতের জন্যও তাহাকে কোন কাজেই স্বতন্ত্র প্রচেষ্টার উপর ছাড়িয়া দেন নাই। ফলে অবশেষে আল্লাহ্তায়ালার স্বত্তা তাঁহার (সাঃ) অন্তকরণে সমগ্র স্থান অধিকার করিয়া লয় এবং ইহাকেই তাঁহার স্থায়ী বাসস্থানে পরিণত করেন। আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাকে স্বীয় গুণারজিতে ভুষিত করিয়া অতি প্রিয় পাত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। কাজে কাজেই পবিত্র রসুল (সাঃ)-এর অন্তকরণ পরম কল্যাণকারী আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসায় একেবারে বিভোর হইয়া যায় এবং তাঁহার উচ্চ প্রশংসা করাই তাঁহার (সাঃ) একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়ে। একমাত্র পবিত্র রসুল (সাঃ) ব্যতিরেকে অন্যান্য নবী রসুল ও সিদ্ধ পুরুষদের কাহাকেও এইরূপ বিশেষ সুযোগ প্রদান করা হয় নাই। এই সমস্ত ব্যক্তিগণ শিক্ষিত লোকদের, অথবা তাহাদের পিতামাতা অথবা তাহাদের অন্যান্য হিতৈষীদের মধ্যস্থতায় আংশিকভাবে তাহাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান, অন্তরদৃষ্টি ও অন্যান্য গুণাবলী আহরণ করেন। পক্ষান্তরে পবিত্র রসুল (সাঃ) তাঁহার সমস্ত আশীষ ও কল্যাণের মুল উৎস স্বয়ং আল্লাহ্তায়ালার তরফ হইতে প্রাপ্ত হন। অতএব তাঁহারা (পূর্ণ নবীগণ) পবিত্র রসুল (সাঃ) সদৃশ আল্লাহ্তায়ালার মহিমা কীর্ত্তনে এতদূর উচ্চতা অনুভব করিতে পারে নাই। কারণ এক মাত্র তাঁহার (সাঃ) অন্তঃকরণকেই আল্লাহ্তায়ালা স্বীয় পূর্ণ আসন ধারণের উপযোগী করিয়া লইয়াছেন। এই কারণেই পূর্ববর্ত্তী নবী রসুলদের কেহই আহমদ নাম প্রাপ্ত হয় নাই। (এই নামের অর্থ অতি মাত্রায় প্রশংসাকারী)

পবিত্র রসুল (সাঃ)-এর মত তাহাদের কেহই এত পরিমানে আল্লাহ্তায়ালার একত্ব ও মহিমা কীর্তন করিতে সমর্থ হয় নাই। কারণ তাঁহাদের কল্যাণসমূহ অর্জনে মানবীয় প্রচেষ্টা ছিল এবং পবিত্র রছুল (সাঃ)-এর সদৃশ তাহারা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর নিকট হইতে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণ সমূহ লাভ করেন নাই। আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাদের কার্যাবলী সম্পাদন করিয়া দেন নাই, অথবা তাঁহারা তাঁহাদের কাজের জটিলতায় তাঁহার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই।

এই রূপেই ইহা ঘটিয়াছে যে একমাত্র পবিত্র রসুল (সাঃ)-ই পুর্ণাঙ্গ মাহদী (স্বর্গীয়ভাবে হেদায়েত প্রাপ্ত) হইয়াছেন এবং পূর্ণভাবে আহমদ (সর্বাধিক প্রসংশাকারী) হইয়াছেন। ইহা বাস্তবিকই এমন এক রহস্য, যাহা সিদ্ধ পুরুষগণ ব্যতিরেকে অপর কেহই সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে না। অধিকন্তু যেহেতু এইরূপ ঘটিয়াছে যে পবিত্র রসুল (সাঃ) তাঁহার নিজস্ব সমস্ত ইচ্ছার উর্দ্ধে থাকিয়া আল্লাহতায়ালার মহিমা কীর্তনে পূর্ণ অন্তরঙ্গতা, অকৃত্রিমতা ও একাগ্রচিত্ততা প্রদর্শন করেন এবং তাঁহার প্রতি পূর্ণ মাত্রায় আসক্ত ও অনুরক্ত হইয়া পড়েন, আল্লাহতায়ালা সেইহেতু তাঁহার (সাঃ) সমুদয় প্রশংসার বিনিময়ে তাঁহাকে যথাযথ পুরস্কৃত করেন। আল্লাহ-তায়ালার নির্দিষ্ট ভক্ত বৃন্দের সাথে তাঁহার ব্যবহার এই রূপই হইয়া থাকে। তিনি তাঁহার প্রসংসাকারীকে প্রশংসিত করেন। তদনুসারে পবিত্র রসুল (সাঃ) স্বর্গ ও মৈর্ত্ত্য উভয় স্থানেই প্রশংসিত হন। এইরূপ ক্ষেত্রে সকল অকৃত্রিম ভক্তবৃন্দের জন্যই এই নীতি দৃষ্ট হয় এবং আল্লাহতায়ালার সকল প্রশংসাকারীর জন্যই শুভ প্রতিশ্রুতি বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার সকল প্রশংসাকারীকে তাঁহার সমস্ত প্রশংসার বিনিময় দিয়া থাকেন এবং তাঁহাকে উল্লেখিত বিষয়ের উপযুক্ত পাত্রে পরিণত করেন। প্রশংসাকারী তখন এই জগতে প্রশংসিত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার এই স্বীকৃতি প্রচার লাভ করে। প্রত্যেক পবিত্র আত্মাই তখন তাঁহার প্রশংসার প্রতিধ্বনি করিতে থাকে। ইহাই প্রকৃত ভক্তের পূর্ণতার স্তর এবং সকল পবিত্র আত্মার চরম কাম্য। আধ্যাত্মিক অন্তর দৃষ্টি প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ বই অপর কেহই এই স্তরের মর্যাদা উপলব্ধি করিতে পারে না। (ক্রমশঃ)

(হযরত মসীহ্ মাউদ (আঃ)-এর রচিত "নাজমুল হুদা" নামক আরবী পুস্তকের কতকাংশের অনুবাদ)

অনুবাদক—মোঃ সালেহ্উদ্দীন খন্দকার

জুমার খোৎবা

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)

[১২ই ওয়াফা ১৩৪৭ হিঃ শাঃ মসজিদ মোবারক, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

'সুরাহ্ ফাতেহা' পরম সুন্দর, মহাব্যাপক ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং অত্যন্ত কার্যকরী দোয়া। "গাইরিল মাগযুবে আলাইহিম ওয়ালায্যাল্লিন"—এর মহাতত্বপূর্ণ তফসীর।

সুরা ফাতেহা তেলাওতের পর হুজুর বলেন :

(সুরাহ্ ফাতেহার) 'ইহ্দিনাস্ সিরাতাল মুস্তাকিম' আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে এক আশ্চার্য দোয়া, অতি সুন্দর ও গভীর তাৎপর্য পূর্ণ এবং অত্যন্ত কার্যকরী দোয়া শিখাইয়াছেন এবং আমাদিগকে বলিয়াছেন, এই দোয়া কর যে, হে খোদা! বিবেক-বুদ্ধিও এ কথার সন্ধান দেয়, আমাদের স্বভাবও এই দিকেই আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করে যে, প্রত্যেক অভীষ্ট সিদ্ধির একটা সরল সোজা পথ আছে, যে ঐ সোজা পথ অবলম্বন করে, সেই সিদ্ধি লাভ করে। এ জন্য আমাদিগকে ঐ সোজা পথ দেখাও, যাহা আমাদিগকে তোমার নিকট পৌঁছায়; আমারা তোমাকে পাই; তোমার সাথে আমাদের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়; তোমার অসীম রহমতের আমরা উত্তরাধিকারী হই। আরো বলা হইয়াছে, এই পথ আজই প্রথম শিখান হইতেছে না বরং হযরত আদম আলাইহে সালামস্ হইতে নবুয়তের এক শৃঙ্খল শুরুহইয়াছে। এবং নবীগণের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত বুজর্গগণ, খোদার পথে আত্মোৎসর্গ কারী এবং খোদার প্রেমপ্রাপ্ত সিদ্ধ পুরুষগণ পয়দা হইয়া আসিয়াছেন। সুতরাং পূর্ববর্তীগণের প্রতি যেরূপ নীতিগতরূপে তোমার পুরস্কার, তোমার ইনআম অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি আমাদিগকে ঐরূপ পথ প্রদর্শন কর যাহাতে আমরাও তাঁহাদেরই ন্যায় হই এবং ঐ প্রকার ইনআম আমারও তোমার নিকট হইতে পাই।

অতঃপর আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইতেছেন : 'গাইরিল্ মগযুবে আলাইহিম্ ওলায্যাল্লীন।' ইন্আম প্রাপ্ত (মুন্আম আলাইহিম) দল ব্যতীত আরো একটি দল আছে, যাহারা ইনআম লাভে সক্ষম। অতঃপর তাহারা দুই, ভাগে বিভক্ত। এক, যাহারা মগযুব হইয়া পড়ে। দুই, যাহারা পথ ভ্রান্ত হয়। কুরআন করীমের পরিভাষায় মগযুব অর্থ যে ব্যক্তি নির্দিধায় ও সজ্ঞানে কুফরকে 'কুফর' বলিয়া জানিয়া বুঝিয়া গ্রহণ করে। এই ধারায় সর্ব প্রথম কুফর গ্রহণের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছিল ইবলিসের মাধ্যমে। তাহার নিকট কোন জিনিস গোপন ছিল না। সে আল্লাহ্কে জানিত। আল্লাহ্র সঙ্গে বাক্যালাপও করিতেছিল। কিন্তু বলিতেছিল যে, সে কুফর করিবে, লোককে উস্কানী দিবে এবং আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করিবে। অথচ, সে জানিত যে, সে ইহার শাস্তি পাইবে। খোদা বলিয়াছিলেন, তিনি

তাহার দ্বারা এবং যাহারা তাহাকে মানে, তাহাদের দ্বারা জাহান্নাম ভর্তি করিবেন। এতদসত্বেও সে কুফরেই কায়েম রহিল।

বস্তুতঃ, 'মগযুব' তাহাকে বলা হয়, যে আজ্ঞা লঙ্ঘন ও বিদ্রোহের পথকে বিদ্রোহ ও আজ্ঞা লঙ্ঘন বলিয়াই জানে। কুফরের পথকে সে কুফরের পথ বলিয়াই জানে ও বুঝে। সে জানে যে, সে এই পথ ধরিলে আল্লাহ্তায়ালার নিশ্চিত 'গযব' তাহার উপর নাযেল হইবে। কিন্তু তবুও তাহার শয়তানি 'নফস' তাহাকে এই ফয়সালা দেয় যে তাহাকে এই পথই অবলম্বন করিতে হইবে। আল্লাহ্তায়ালা 'মগযুব' সম্পর্কে এই বিষয়টি বলিতে গিয়া 'সুরা নহলে' বলেন: "মান কাফারা বিল্লাহে মিম বায়্দে ইমানেহী ইল্লা মান উকরেহা ওয়া কালবুহু মুতমায়েন্নুম বিল্ ইমানে ওয়া লাকিম্ মান শারাহা বিলকুফরে সাদ্রান ফাআলাইহিম গাযাবুম মিনাল্লাহ্।" (রুকু ১৪)। এই আয়াতে বিস্তৃতভাবে আল্লাহ্তায়ালা সুস্পষ্ট ফরমাইয়াছেন যে, 'গযব' সেই দল বা ব্যক্তির উপর নাযেল হয়, যে বা যাহারা উন্মুক্ত চিত্তে কুফরের পথ গ্রহন করে। সুতরাং 'গযব' অবতরণের যাহা কারণ হয়, তাহা হইল জানিয়া বুঝিয়া খোদাতায়ালার গযব, তাঁহার অসন্তোষ ও তাঁহার কহরের পথ ধরা। অর্থাৎ, সে বক্তির পূর্ণ জ্ঞান থাকে যে, এই পথ জাহান্নামের দিকে লইয়া যাইতেছে; সে জানে যে, ইহাতে খোদা নারাজ হইবেন, কিন্তু ইহা সত্যও দুঃসাহস করে এবং খোদার অসন্তুষ্টী, তাঁহার গযব ও কহর খরিদ করে।

সেইরূপ, সুরা বাকারার ৯০ ও ৯১ আয়াতে এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে। (সংক্ষেপ করিতে চাই বলিয়া সম্পূর্ণ আয়াত পাঠ করিতেছি না। অনুবাদ ও ব্যাখ্যাও করিব না। আয়াতের সংশ্লিষ্ট অংশ মাত্র লইব)। ৯০ নং আয়াতে আছে:

"ফালামমা জা-আহুম মা আরাফু কাফারুবিহী।" অর্থাৎ, তাহাদের নিকট যখন কাফেরদের উপর বিজয় ও সফলতা লাভের সামান উপস্থিত হইল, তাহাদের সে সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞান বোধ থাকা সত্বেও, "কাফারু বিহী"—তাহা অস্বীকার করিল। ৯১ নং আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা বলিতেছেন, তাহারা এজন্য ক্ষিপ্ত হয় যে, আল্লাহ্ তাঁহার ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে যাহার উপর চান, 'কালাম' (বাণী) অবতীর্ণ করেন। একি? তাহারা যাহার উপর চাহিবে, আল্লাহ্র কর্তব্য, (নাউযুবিল্লাহ্) তিনি তাহার উপরই কালাম নাযেল করিবেন। বস্তুতঃ তাহারা জানিত যে, ইহা আল্লাহ্র কালাম। সুতরাং এই আয়াতাংশে এই কথা স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা জানে, এই 'বাণী' আল্লাহ্র। তাহারা নিশ্চিত প্রত্যয় রাখে যে, যাহার উপর এই 'কালাম' নাযিল হইয়াছে, আল্লাহ্তায়ালা তাহাকেই পন্দছ

করিয়াছেন এবং তাহাকে তাঁহার প্রিয় পাত্র করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার নৈকট্য ও সান্নিধ্ব দ্বারা অনুগৃহীত করিতে চাহিয়াছেন এবং তাহার উপর তাঁহার 'কালাম' অবতীর্ণ করিয়াছেন। ইহা জানিয়া বুঝিয়া তাহারা অস্বীকার করে। ফলে কি হয়?

"ফাবাউ বিগাযাবিন্ আলা গাযাব।" 'তাহারা এক গযবের পর আর এক গযবের পাত্র হইয়া পড়ে'।

"জাআহুম মা আরাফু কাফারূবিহী" বশতঃ এক গযব ক্রয়া করিয়াছিল এবং আর এক গযব এ জন্য যে, তাহারা এই কারণে বিরুপ হইয়াছিল যে, খোদা তাঁহার মর্জি মতে, তাঁহার পছন্দ অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির উপর তাঁহার কালাম নাযিল করিয়াছেন কেন? তাহাকে তিনি নৈকট্য দিতে চাহিয়াছেন কেন? তাহাদের ইচ্ছাধীনে তাহার চলা উচিৎ ছিল। ঐ কালাম যে খোদার এবং যাঁহার উপর উহা নাযিল হইয়াছে, তিনি যে খোদার নৈকট্য প্রাপ্ত তাহারা ইহা বুঝে এবং এতদসত্বেও তাহারা তাঁহাকে অস্বীকার করে। "ফা-বাউ বিগাযাবিন্ আলা গাযাব" —এরূপ লোক গযবের পর গযবের পাত্র হইয়া পড়ে।

বস্তুতঃ, "গাইরিল্ মাগযুবে আলাইহিম"-এ এই বিষয়টিই বর্ণিত হইয়াছে যে, হে খোদা! কখনো এমন যেন না হয় যে, আমরা শয়তানের মতো তোমার 'মা'রেফাত' তোমার সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখা সত্বেও, তোমার দিকে লইয়া যাওয়ার সোজা পথ—সিরাতে মুস্তাকীম কি, সে সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় রাখিয়াও, সেই পথ পরিত্যাগ করি এবং শয়তানের পথ ধরি। এবং ইহা যেহেতু কখনো সম্ভবপর নহে, যে পর্যন্ত না তোমার ফযল, তোমার অনুগ্রহ, তোমার রহমত আমাদের সহায়ক হয়, সেজন্য তোমার নিকট আমাদের এই কাতর প্রার্থনা যে, আমাদিগকে কখনো 'মগযুব' হইতে দিও না।

"ওয়া লায্-যাল্লীন,"—এবং কখনো যাল্ল্" হইতেও দিওনা। "যাল্ল্" বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যে সোজা পথ হইতে বিচ্যুত হয়। কুরআন করীম ইহার এই অর্থ করিয়াছে: "আল্-লাযীনা যাল্লা-সায়ইউহুম ফিল হায়াতিদ্-দুনিয়া" [কাহাফ ১২ রুকু] অর্থাৎ, যাহারা পার্থিব জীবনেই তাহাদের সমস্ত চেষ্টা প্রচেষ্টা শেষ করিয়া দিয়াছে। সুতরাং, 'যাল্লীন' তাহারা, যাহাদের সব চেষ্টা প্রচেষ্টা ঐসকল পথের খোঁজে নিয়োজিত থাকে যাহা পার্থিব জীবনেই বিলীন হইয়া যায়। উহা পার্থিব জীবনের কিনারা হইতে বাহির হইয়া পারত্রিক জীবন পর্যন্ত পৌঁছায় না, পথ হারাইয়া ফেলে। তাহাদের প্রচেষ্টা সম্মুখে চলেই না; তাহারা এমন পথ ধরে, যাহা শুধু দুনিয়ার সহিতই সম্পৃক্ত। অথচ, আল্লাহ্তায়ালা যাবতীয় বস্তু (যেমন শক্তি, যোগ্যতা, ক্ষমতা বা জড় উপরণ ও স্বভাবজ বৃত্তি সমূহ) এজন্য

দিয়াছেন যে, এই পৃবিবীতেই উহারা যেন নিঃশেষ না হয়, শুধু এই পৃথিবীর সহিতই উহাদের সম্পর্ক না হয় বরং উহাদের ফলে মানুষ যেন এ পৃথিবীতেও আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টির জান্নাত লাভ করে এবং সেই জগতেও সে তাঁহার সন্তুষ্টির জান্নাত প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মানুষের মধ্য হইতে এক দল বা কোন কোন ব্যক্তি এরূপ, যাহারা ঐসব শক্তির শেষ প্রান্ত এই দুনিয়ার পারে সীমাবদ্ধ মনে করে। সেইরূপ, পার্থিব উপকরণ সম্বন্ধে কনে মরে যে তাহা শুধু পৃথিবী-তেই আমাদের কাজে আসিবে। অথচ, এক বুদ্ধিমান মুমেন ইহা জানে যে একটি ছাগল যাহা আল্লাহতায়ালা তাহাকে দিয়াছেন, যাহা মাংস ও চামড়ায় গঠিত এবং সল্প-স্থীবি, উহা প্রকৃতপক্ষে এমন জিনিষ যাহা শুধু এই পৃথিবীতেই আমাদের কাজে দিবে না, বরং যদি আমরা চাই, তবে ইহা পরকালেও আমাদের কাজে আসিবে। কারণ, যদি আমরা চাই, তবে তাকওয়ার টেগ-লেবেল উহার সঙ্গে লাগাইয়া দিলে ছাগ ত এখনে রহিয়া যাইবে, কিন্তু ঐ টেগ-লেবেল আকাশমণ্ডলে খোদার নিকট পেঁছিবে। "লাইয়ানালুল্লাহা লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা ওয়া লাকিই ইয়ানালুহুং তাকওয়া মিনকুম" [আল্ হুজ্ব রুকু ৫] 'তাকুওয়া সঙ্গে লাগাইয়া দাও; ছাগ আল্লাহ্র হুজুরে পেঁছাইবে এবং তোমাদের জন্য পর জীবনেও এবং ইহ জীবনেও লাভ-জনক হইবে। (এ জীবন ত ঐ জীবনের তুলনায় এত তুচ্ছ যে, আমরা উহার নামই নিবনা)। আপনারা অফিসে যাইয়া থাকেন, কেহ যেমন একশত টাকা মাসিক বেতন পায়। কোনো আহমকই বলিতে পারে যে এই রৌপ্য মুদ্রা বা কাগজের নোট শুধু এদুনিয়ার সহিতই সম্পৃক্ত। রাষ্ট্রের জিনিষ, ইহার একাংশ উহাকে দিতে হইবে কিন্তু ইহা খোদার জিনিষ নয় বলিয়া তাঁহাকে দিতে হইবে না—যদি কেহ এরূপ মনে করে, তবে সে ধ্বংস হইবে। তাহার এই বলা উচিৎ, সব জিনিষই খোদার। এজন্য যতটুক খোদা চাহেন তিনি নিন। পরে যাহা বাঁচে তাহা ব্যবহার করিব। এক মুমেনের এই নিয়তই হইয়া থাকে। তাহার এই নিয়ৎ হয় না যে, যাহা বাঁচিবে তাহা খোদাকে দিবে। বরং তাহার নিয়ৎ এই হয় যে, যাহা খোদা হইতে বাঁচিবে, এই অর্থে যে তিনি বলেন: আমি এই নিলাম, বাকী তোমরা ব্যবহার কর, তখন সে উহা ব্যবহার করিবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার সাহাবা (রাযিঃ) গণের কাহারো কাহারো সাথে এই ব্যবহারই করিয়াছেন। তিনি (সাঃ) ফরমাইয়াছেন: "না, এত মালের প্রয়োজন নাই। ফিরাইয়া নিয়া যাও এবং নিজে ব্যবহার কর।" সে নেক নিয়তের সাথে যত দিতে চাহিয়াছিল তাহা উপস্থিত করিয়াছিল এবং আমাদের একীন এই যে সে খোদাতায়ালা হইতে তদনুযায়ী সাওয়াব প্রাপ্ত হইয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলা-ইহে ওয়াসাল্লাম তাহার অবস্থা দেখিয়া এবং ইসলামের তখনকার প্রয়োজন সম্মুখে রাখিয়া

বলিয়াছিলেন, সব মালের প্রয়োজন নাই, ফিরাইয়া নাও।" তারপর ইহা বাতলানোর জন্য যে, কোনো মুমেন যখন খোদার হুযুরে তাহার সম্পূর্ণ মাল পেশ করে, তখন তাহার দিলে এই কু-অভিপ্রায় থাকে না যে, সব মাল কবুল করা হইবে না, সেই জন্য সব পেশ করায় কোন ক্ষতি নাই। হযরত আবুবকর (রাযিঃ) যখন তাঁহার সম্পূর্ণ মাল পেশ করিয়াছিলেন তখন সবই গ্রহণ করা হইয়াছিল এবং বলা হইয়াছিল যে প্রত্যেক মুমেনের ইহাই মনোবাঞ্ছা। কতক মুমেন সাহসী হইয়া থাকে। তাহারা শেষ সীমানার সর্বোচ্চ বোঝা বহন করিতে পারে। [যেমন নাকি, তিনি (সাঃ) তাঁহাদের এক জনের সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি নমুনা কায়েম করিয়াছিলেন] এবং কতক থাকেন এরূপ যাহাদের রূহ্ ত শেষ সীমানার কুরবানী দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে, কিন্তু তাঁহাদের পরিবেশ পরিস্থিতি ও তাঁহাদের দেহ উহার জন্য প্রস্তুত থাকে না। তাহাদিগকে ফিৎনা ও পরীক্ষা হইতে বাঁচানোর জন্য তাঁহাদের মালের একাংশ গ্রহণ করা হয় এবং একাংশ প্রত্যার্পণ করা হয়।

সুতরাং, মুমেনের জড় প্রচেষ্টা জড় জগতের সীমার প্রান্তে নিঃশেষ হয় না এবং তৎ সম্বন্ধে বলা যায় না, "যাল্লা সায়ইউহুম্ ফিল হায়াতেদ-দুন্‌য়্যা" (তাহাদের চেষ্টা ইহলোকে নিঃশেষ হইয়াছে)। কারণ, প্রতিটি পয়সা যাহা তাঁহারা ব্যয় করেন, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যাহা তাঁহারা অতিবাহিত করেন, সুচরিত্রের প্রতিটি দৃশ্য যাহা তাহাদের দ্বারা প্রকাশিত হয়, ছোটোদের প্রতি স্নেহ ও পেয়ারপূর্ণ যে ব্যবহার পৃথিবী তাঁহাদের দ্বারা সংঘটিত হইতে দেখিতে পায়, তদসমুদয়ের পিছনে এই রূহ্-ই কাজ করিতে থাকে যে, "খোদার সন্তুষ্টির জন্য যে তাহার স্ত্রীর মুখে লোকমা দেয়, উহারও সে সাওয়াব হাসিল করে।" বস্তুতঃ, মুমেন তাহার পার্থিব প্রত্যেক কাজেই পরকালীন পুরস্কার ও নেয়ামত প্রাপ্তির উপকরণ ও উপায় সৃষ্টি করে, বস্তুতঃ, তাহার সম্বন্ধে বলা যায় না যে, সে "যাল্লা সায়ইউহুম্ ফিল্ হায়াতেদ্ দুন য়্যা"-এর দলভুক্ত। কিন্তু আমরা এমন অনেক মানুষও দেখিতে পাই, অনেক জাতিকেও দেখি, যাহারা পথ ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারা জানেই না যে, সোজা পথ কি। সেজন্য তাহারা "মগযুব আলাইহিম্"-এর দল ভুক্ত হইয়া পড়ে। আল্লাহ্‌তায়ালা উহাদের ইস্‌লাহের (সংস্কার) উপায় করিবেন এবং তাহা উহাদের জন্য কঠোর বোধও হইবে, কিন্তু আল্লাহতায়ালা কুরআন করীমের প্রারম্ভেই 'সুরা ফাতেহায়' এই দুই দলের মধ্যে একটা পার্থক্য করিয়াছেন। অর্থাৎ, একটাকে 'মগযুব' বলিয়াছেন এবং একটাকে 'যাল্ল্' বলিয়াছেন। ইহারা সেরাতে

মুস্তাকীম (সোজা পথ) চেনে না। 'যাল-লীন' দল মনে করে যে, তাহারা যে পথে আছে, উহাই ঠিক। তাহারা খোদাকেও চেনে না। কোন 'আসমানী তালিম' বা কোনো স্বর্গীয় শিক্ষাও এমন নাই, যাহার উপর তাহাদের পাকা-একীন আছে। তাহারা মনে করে, বস্, এই দুনিয়া নিজে নিজেই সৃষ্টি হইয়াছে। অথবা, তাহাদের কেহ কেহ এমনও আছে, যাহারা মনে করে যে, পৃথিবী যদিও আল্লাহ্তায়ালা সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু এতবড় সত্তা (আল্লাহ্) এই সব ক্ষুদ্রদের সহিত জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন করিবেন কেন? এজন্য আমাদের সহিত তাঁহার কোনো জীবন্ত সম্পর্ক নাই। বস্তুতঃ, তাহাদের নির্বুদ্ধিতা, বেকুফী এবং বিভিন্ন অজুহাত (সহস্র প্রকার অজুহাত থাকা সম্ভব, ঐ সব অজুহাত ও কারণ বশতঃ তাহারা পথ হারাইয়া বসিয়াছে। ইহাতে এদিকেও সংকেত রহিয়াছে যে, ইস্লামকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য মুমেনগণেরযে জমাত সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহারা 'যাল-লীনের' সম্মুখে হেদায়েত পেশ করিলে, যাল্লীনের অনেকে গ্রহণ করিবে। কারণ, তাহাদের এই গুণ বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা জানিয়া বুঝিয়া নির্দিধায় উন্মুক্ত চিত্তে বিপথগামীতা অবলম্বন করে না, বরং তাহারা বিভ্রান্ত ; সেরাতে-মুস্তাকীম তাহারা জানেই না।

সুতরাং, আল্লাহ্যালা বলেন, যে দোয়া করিতে থাক, কখনো এরূপ যেন না হয় যে, আমাদের কোনো ব্যক্তি বা জমাত গুমরাহীতে বা কুফরে নিপতিত হইয়া একাংশ তাহাদের 'মগযুব' হইয়া পড়ে এবং একাংশ 'যাল্লু" হইয়া যায়। অর্থাৎ, প্রত্যেক প্রার্থনাকারী তাহার নিজের জন্য এবং আপনদের জন্য এই দোয়া করিবেঃ হে খোদা! আমার স্বভাবে শয়তানি কখনো পয়দা হইতে দিওনা। আমি তোমার পথ জানিয়া বুঝিয়া সজ্ঞানে যেন ছাড়িতে আরম্ভ না করি এবং এরূপ অবস্থাও সৃষ্টি হইতে দিও না যে, আমি তোমাকে হারাইয়া ফেলিয়া পদস্খলিত হই এবং শয়তানের পথে চলি।

যাহা হউক, হযরত মসিহে মাওউদ আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম অনেক স্থানে লিখিয়াছেন যে, সুরা ফাতেহা এক মহান পূর্ণাঙ্গ দোয়া। এখন আমি শুধু এই ক্ষুদ্র অংশটুকুর মযমুন বর্ণনা করিতেছি এবং এই সুরার এই অংশও এক মহান দোয়া। ইহাতে বলা হইয়াছে, 'আমার গযব হইতে বাঁচিবার জন্য তোমরা সর্বপ্রকার তদ্বীর, চেষ্টা-চরিত করিয়া আমার হুযুরে আসিবে এবং দোয়া করিবে। যালালত বা পথ-ভ্রষ্টতা হইতে রক্ষার্থে সব দিক দিয়া চেষ্টা-যত্ন করিবে এবং আমার নিকট প্রণত হইয়া দোয়া করিবে। যদি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সহিত আমার হুযুরে দোয়া কর, তবে হে মানব! তোমাকে 'যাল্লু' হওয়া হইতেও রক্ষা করা হইবে, 'মগযুব' হওয়া

হইতেও বাঁচানো হইবে এবং 'সেরাতে মুস্তাকীম' তোমাকে দেখানো হইবে। এ পথে চলিবার তোমাকে সামর্থ দেওয়া হইবে। আমার 'কুর্ব' বা নৈকট্য তুমি লাভ করিবে। আমার সন্তুষ্টির জান্নাতে তুমি দাখিল হইবে এবং ঐ দলের অন্তর্গত হইয়া পড়িবে, যাহারা 'মুনায়াম আলাইহিম' বা পুরস্কার প্রাপ্ত দল। কুরআন করীমের অনেক আয়াতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

খোদা করুন, তাঁহার নিকট হইতে আমরা এই তওফিক পাই যে, আমরা যেন 'সুরা ফাতেহার' দোয়া বিশুদ্ধ অন্তকরণ ও খালিস নিয়ৎ সহ পূর্ণভাবে বুঝিয়া শুঝিয়া পাঠ করিতে থাকি এবং আমাদের এই কাতর প্রার্থনা সর্বাগ্রে তাঁহার হুযুরে কবুল হয়। খোদা করুন, আমরা 'মুন্য়াম আলাইহিম' (পুরস্কার প্রাপ্ত) দলের অন্তর্ভূত হই এবং যে দিন সব মানুষকে তাঁহার হুযুরে সমবেত করা হইবে, তখন ঐ দলের অন্তর্গত না হই, যাহারা তাঁহার চোখে 'মগযুব' বা 'যাল্‌-লীন'। আমীন!

(সাপ্তাহিক 'বদর' (কাদিয়ান) ৫ই জুন ১৭৯৫ ইং
হইতে অনুদিত)

অনুবাদ: এ, এইচ, এম, **আলী আনওয়ার**

لا ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم

"আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট তোমাদের পশু কুরবানীর মাংস ও রক্ত পৌঁছায় না, পরন্তু তোমাদের তরফ হইতে (পেশকৃত) তকওয়া তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া থাকে।"

(সুরা আল-হাজ্জ)

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লার তৃতীয় সালনা ইজতেমা

বিগত ২৩শে নভেম্বর, রবিবার, দারুত তবলীগে আল্লাহ্‌তায়ালার অপার অনুগ্রহে খুবই সফলতার সহিত বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লার তৃতীয় সালনা ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালারই জন্য যিনি আমাদের বহু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্বেও এই লিল্লাহী ইজতেমাকে সফলতা দান করিয়াছেন।

রবিবার ভোরে নামায তাহাজ্জুদের মাধ্যমে ইজতেমার প্রোগ্রাম শুরু হয় এবং মাগরিব বাদ সুদীর্ঘ ও দীলে আছর সৃষ্টিকারী দোয়া দ্বারো সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। প্রোগ্রামের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযে'গ্য দিক হইল, দরসে কুরআন, হাদিসের দরস, মলফুজাত হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) ও মোহতরম জনাব আমীর সাহেবের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ। মোহতরম জনাব আমীর সাহেবের ভাষণের পূর্ণ বিবরণ যেহেতু পৃথকভাবে ছাপা হইয়াছে, সেইজন্য উহার উল্লেখ করা হইতে বিরত রহিলাম। ইহা ছাড়াও যাঁহারা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন তাঁহারা হইলেন জনাব আলী কাসেম খান চৌধুরী, নাজমে আলা ; মোহতরম ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী, নায়েব আমীর ; জনাব মৌঃ মকবুল অহমদ খান সাহেব, আমীর ঢাকা জামাত, জনাব মৌঃ আহম্মদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী ; জনাব গোলাম আহম্মদ খান সাহেব, প্রেসিডেন্ট চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে অহমদীয়া ; জনাব মৌলবী ভিজির আলী সাহেব জনাব সাহ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব, জনাব খন্দকার সালাহউদ্দিন আহমদ সাহেব, জনাব এ, টি, এম হক সাহেব, জমাব অবদুল মতিন চৌধুরী ও খাকছার।

ইজতেমার প্রোগ্রাম তিনটিঅধিবেশনে ভাগ করা হয় এবং তেলাওয়াতে কুরআনে পাক আহাদ ও নজম পাঠ ছাড়াও নিম্নলিখিত বিষয়বলীর উপর বহু তত্ব ও তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা এবং গুরুত্বপুর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় :

১। তালিমুল কুরআন, ২। তবলীগে হক, ৩। জিকরে এলাহীর গুরুত্ব ৪। তরবিয়তে আওলাদ, ৫। আনসারউল্লার উদ্দেশ্য, ৬। কবুলিয়তে দোয়া ৭। ওয়াকফে আরজীর প্রয়োজনিয়তা, ৮। নেজামে অসিয়ত, ৯। জিকরে হাবীব, ১০। শতবার্ষিকী প্রোগ্রামের কার্যক্রম। সকস্ত বক্তদেরই আল্লাহতায়ালা রুহুল কুদ্দুস দ্বারা সাহায্য করেন এবং ইহার পুণ্য প্রভাব অংশগ্রহণকারী সকল ভ্রাতাদের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়।

অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় আলোচনা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় যাহাতে উপস্থিত সকল আনসার সাহেবানই অংশ গ্রহণ করেন। মোহতরম জনাব আমীর সাহেবের

নির্দেশে প্রথমে বিভিন্ন মজলিসের কার্য্যাবলীর রিপোর্ট পেশ করা হয়। অতঃপর সামগ্রিকভাবে মজলিশে আনসারুল্লার কর্মতৎপরতাকে কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় সেই বিষয়ে মুল্যবান আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা শহর ও শহরতলী মজলিসগুলি ছাড়াও বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হইতে আনসারগণ ইহাতে শরীক হন। নিম্নে যে সমস্ত মজলিস ইজতেমায় অংশ গ্রহণ করেন তাহাদের তালিকা দেওয়া হইল :—

চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া চরদুখিয়া, ক্রোড়া, কুলিয়ারচর তাতার কান্দি, ধানীখোলা, ময়মনসিংহ, আহমদ নগর, গাইবান্ধা, রংপুর, সুন্দরবন, চরসিন্দুর, রিকাবী বাজার, তেজগাঁও, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা ও শহরতলী।

ইহা ছাড়াও স্থানীয় খোদ্দাম ও আতফালও বিভিন্ন প্রোগ্রামে শরীক হন। ইজতেমায় মোট উপস্থিতির সংখ্যা বহিরাগত সহ প্রায় ২০০ শত ছিল।

এবারের ইজতেমার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হইল ইহা খুব স্বল্পকালীন সময়ের নোটিশে অনুষ্ঠিত হয়। যখন ইজতেমার তারিখ ঠিক করা হয়, তখন সময় মাত্র ১ মাস হাতে ছিল। তার মধ্যে অনেকখানি সময় দেশ এক মহা সংকটের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হয় এবং ভীষণ উদ্বেগজনক ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে সময় কাটাইতে হয়। এহেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ইজতেমা করিতে পারিব কিনা সেই নিয়া অনেকের মনে সংশয় সৃষ্টি হয়। কিন্তু মোহতরম জনাব আমীর সাহেবের উৎসাহে ও দোওয়ায় এবং আল্লাহ্তায়ালার রহমতের উপর ভরসা করিয়া আমরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে থকি এবং অবশেষে পূর্ণ কামীয়াবীর সহিত ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।

বন্ধুরাও বিশেষভাবে দীল খুলিয়া মালী কুরবাণী করেন যাহার ফলে ইজতেমা সঠিক ভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয়। এখানকার খোদ্দাম ভাইয়েরাও আন্তরিকতার সহিত ইজতেমায় আগত মেহমানদের অভ্যর্থনা, খাওয়া, থাকা ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ্তায়ালা সকলকে যাহারা মাল ও সময়ের কোরবানী ও বিভিন্নভাবে ইজতেমাকে কামীয়াব করার কার্য্যে সহযোগিতা করিয়াছেন, তাহাদের সকলকে উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করুন (আমীন)

আমাদের শেষ কথা সমস্ত প্রসংশা মহান আল্লাহ্তায়ালার যিনি রাব্বুল আলামিন।

—শহীদুর রহমান
মোতামাদ উমুমী
বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লা, ঢাকা।

'জামাতের মধ্যে মজলিসে আনসারুল্লার স্থান দেহের মধ্যে দীল ও দেমাগের স্থানের ন্যায়।'

ঢাকা, ২৩ শে নভেম্বর, ১৯৭৫ ইং অদ্য, রবিবার ঢাকাস্থ দারুত তবলীগ মসজিদে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লার বার্ষিক ইজতেমায় প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণে বাংলাদেশ জামাতে আহ্‌মদীয়ার আমীর, মহতারম জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব বলেন,— মানুষের দেহের মধ্যে দীল্‌ ও দেমাগের যে স্থান, সমগ্র জামাতের মধ্যে মজলিসে আনসারুল্লার সেই স্থান। দেহের মধ্যে দীল ও মস্তিষ্কের গুরুত্ব যতখানি, জামাতের দেহের মধ্যে মজলিসে আনসারুল্লার গুরুত্ব ততখানি। তিনি বলেন,—

হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ খলীফাতুল মসীহ্‌ সানী (রাঃ) যে মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জামাতকে বিভিন্ন সংগঠন বা মজলিসে ভাগ করেছেন, সে সম্পর্কে আমরা সবাই ওয়াকেফ-হাল; কিন্তু দেখা যায় যে আমাদের অনেকেই মজলিসে আনসারুল্লার দায়িত্ব ও কর্তব্য পূর্ণভাবে পালন করছেন না। আহাদ নামা পাঠের মধ্য দিয়া যে ওয়াদা আমরা করে থাকি, তার পূর্ণরূপে পালন করছি না। আহাদ পাঠের মাধ্যমে আমরা তো এই প্রতিজ্ঞাই গ্রহণ করি যে:

(ক) নেজাম বা সংগঠন সমূহের মজবুতির জন্য আমরা সদা তৎপর থাকবো।

(খ) ইশায়াতে ইসলামের জন্য সদা সচেষ্ট থাকবো, এজন্য সকল প্রকার কোরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকবো।

(গ) খেলাফতের মজবুতির জন্য সদা-সক্রিয় থাকবো, খেলাফতের হেফাজতের জন্য জান, মাল, ওয়াক্ত ও আওলাদের কোরবানীর জন্য হামেশা তৈয়ার থাকবো।

(ঘ) এই তিনটি কাজের জন্য নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে উপযুক্ত ট্রেনিং দান করবো।

আশাকরি বন্ধুগণ উপরোক্ত কর্তব্যগুলি যথারীতি পালন করে যাবেন।

ব্যক্তিগতভাবে হয়ত কোনো কোনো আনসার ইসলাম প্রচারের কাজ করে থাকেন, কিন্তু তা কতখানি ফলপ্রসূ হতে পারে? সামগ্রিকভাবে মজলিসে আনসারুল্লার তো এ ক্ষেত্রে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। অথচ এ গুরুদায়িত্বের ষোল আনাই তাঁদেরকে বহন করা উচিত। খলীফা ও খেলাফতের অপরিসীম গুরুত্ব আপনারা বুঝেন। কিন্তু সেজন্য কতখানি কোরবানী আপনারা করছেন। খেলাফতের সক্রিয় মজবুতির ও হেফাজতের কার্যে এ দেশের আনসারগণের কতখানি হিস্যা রয়েছে, তা আজ হিসাব করে দেখার দিন এসেছে। মনে রাখা দরকার যে, খোদাতায়ালার এই খেলাফতের সঙ্গে সংযুক্ত না থাকলে না আমরা নিজেরা বাঁচবো, না আমাদের সন্তানরা বাঁচবে। অথচ এই কাজে

উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য আমরা কি আমোদের আওলাদকে যথেষ্ট পরিমানে তালিম দান করছি? তরবিয়ত দান করছি?

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলেছেনঃ প্রতিটি বাচ্চাকেই আল্লাহ্তায়ালা ইসলামী ফিৎরত দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। পিতা-মাতাই তাদেরকে ইহুদী বানায়, খৃষ্টান বানায়। অর্থাৎ ইসলামের শিক্ষাই মানুষের স্বভাব-সম্মত। স্বভাব-সম্মত হওয়ার জন্য বাচ্চা সহজেই এই শিক্ষাকে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু, তাকে যখন কলুষিত পরিবেশের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়, তখন যে সেই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে এবং কুপথে পরিচালিত হয়। ইসলাম পরিবেশকে অস্বীকার করে না। এই হাদীসের মধ্যেই সে কথা ও নিহিত রয়েছে। আমরা যদি ছেলেমেয়েদেরকে স্বভাবের পথে পরিচালিত না করি সেজন্য দায়ী আমরাই হবো।

জামাতের শিক্ষা ও পরিবেশের মধ্যে যদি আমরা আমাদের সন্তানদেরকে গড়ে তুলি, তাদেরকে যদি আমরা শিক্ষা দিই আহ্মদীয়াত কি, খেলাফৎ কি, নেজাম কি, তাহলে তারা নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে আলা দর্জার আহমদী হতে পারবে। কিন্তু আমরা কি তা করেছি?

আহাদ পাঠ করার পর আমরা যদি তার প্রকৃত গুরুত্ব ও প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলে যাই, আমরা যদি আমাদের দায়িত্ব পালন না করি, তা'হলে খোদাতায়ালা অন্য জামাত খাড়া করবেন। বস্তুতঃ, এলাহী জামাতের কোনো ক্ষতি হয় না। ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারাই, যারা সহিহ্ ভাবে চলে না। আওলাদকে সঠিকভাবে তৈরী না করা, তরবিয়ত না করার অর্থই হচ্ছে খোদাতায়ালার রহমত হতে বঞ্চিত হওয়া।

ছেলেমেয়েদেরকে আমরা কুরআন শিখাই নাই, হাদীস শিখাই নাই, হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর লেখা পুস্তকাদি পড়াই নাই, খলীফাগণের লেখা পড়াই নাই, ফলে তারা ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে। মুরুব্বীদের তো তবু একটা অভিজ্ঞতা আছে, বুজুর্গানে-জামাতের সোহ্বত তাঁরা পেয়েছেন। একটা উজ্জ্বল অতীতের খবর তারা রাখেন, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কারণ ও সম্ভাবনাও তাঁরা জানেন; কিন্তু ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে তো এ কথা খাটে না। সুতরাং তাদের সম্পর্কে আর কালবিলম্ব না করে আপনারা সকল পিতা-মাতাই এ ব্যাপারে সজাগ হউক, সতর্ক হউক। অন্যথায় আমাদের সকলের ভবিষৎ অন্ধকার।

অতএব, মজলিসে আনসারুল্লাকে মজবুত করুন। মফঃস্বলের জামাতগুলিকে সুসংহত করুন। সেগুলির মধ্যে বেদারীর সৃষ্টি করুন। আহ্মদীয়াতের ভবিষ্যৎ যে খুবই উজ্জ্বল, সে কথা তো বলার আবশ্যক হয় না। এবং সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ক্রমাগত ভাবে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। সুতরাং আহ্মদীয়াত তথা ইসলামের বিজয়ের পথে আপনাদের স্থান সঠিক ও সুদৃঢ় করার জন্য আপনারা তৎপর হউন। আল্লাহ্তায়ালা আমাকে এবং আপনাদের সবাইকে সকল প্রকার গাফলতি পরিত্যাগ করে যথাযথ ভাবে জামাতের কাজে নিয়োজিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন।

য় আখেরুদাওয়ানা আনেল হাম্দু লিল্লাহে রব্বিল আলামীন।

বাংলা ভাষায় সুরা ফাতেহা এবং আমপারার তফসীর প্রকাশের উদ্যোগ

২৩শে নভেম্বর, ঢাকাস্থ দারুত তবলীগ মসজিদে অনুষ্ঠিত মজলিসে আনসারুল্লার ইজতেমায় প্রদত্ত সমাপ্তি ভাষণে মহতারম আমীর সাহেব বর্তমানে পাকিস্তানে জামাতের পরিস্থিতি এবং সেই সঙ্গে হযরত আমীরুল্ মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) সম্বন্ধে কিছু খবরাদির উল্লেখ করে বলেন যে, আল্লাহতায়ালার ফজলে পাকিস্তানে হাওয়া এখন পরিবর্তিত হচ্ছে। সেখানকার রাজনীতিতে জামাতের জন্য অনুকুল অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। এমনকি, বিরুদ্ধবাদীদের নেতারাও এখন পূর্বের শাসনতান্ত্রিক সংশোধনকে নাকচ করে দেওয়ার কথা বলেছেন। কারণ, ঐ সংশোধনীতে যে মৌলিক মানবাধিকারকেই খর্ব করা হয়েছে এখন তারা সে ব্যাপারে কথা তুলেছেন। যাহোক, সেখানে এখন পূর্বের ন্যায় আর মোখালেফাতের তীব্রতা নেই। ফলে, জোরদার তবলীগ হচ্ছে। এবং বয়াতও হচ্ছে বিপুল সংখ্যায়। এ প্রসঙ্গে স্যার মোহাম্মাদ জাফরুল্লাহ খান সাহেবের একটি কথার উল্লেখ এখানে করতে চাই। ১৯৭৪ সালের আহমদী বিরোধী দাঙ্গার পরে জনৈক সাংবাদিক মহতারম খান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এর পর ভবিষ্যতে পাকিস্তানে আপনাদের অবস্থা কি হবে? জবাবে জাফরুল্লাহ সাহেব বলেছিলেন—'এর পরে ভবিষ্যতে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানে যাদেরকে শাসনতন্ত্র এবং আইনের দ্বারা অমুসলমান ঘোষণা করা হয়েছে, তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে।' এ কথা শুনে সাংবাদিক বলেছিল, তা আপনি কি ভাবে বলছেন? জবাবে চৌধুরী সাহেব বলেছিলেন, 'আমি বলছি কোথায়, কোরআন বলছে "তারা কি দেখতে পাচ্ছে না যে, আমরা দুনিয়ার প্রতিটি কোনা হইতে অগ্রসর হচ্ছি, এরপরও কি তারা বলবে যে, তারাই জয়ী হবে।' কাজেই বলছিলাম যে, খোদার ফজলে হাওয়া বদলে যাচ্ছে। দোয়া করুন—ঐ তথাকথিত আইনেরও পরিবর্তন হয়ে যাবে—ইনশাআল্লাহ্। এবং মহতারম চৌধুরী সাহেবের ঐ কথা যেন আল্লাহতায়ালা অচিরেই পূর্ণ করেন।

দ্বিতীয় কথা আজকের দুনিয়া যে সকল সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে তার আসল ও শুভ সমাধান কেবল মাত্র কোরআন করীমেই নিহিত রয়েছে। এ জন্য আমাদের মউজুদা খলিফা হযরত আমীরুল মুমেনীন (আইঃ) যখন খেলাফতের আসনে সমাসীন হন, তখন থেকেই তিনি জামাতকে কোরআন পাঠের জন্য ক্রমাগত ভাবে তাগাদা দিচ্ছেন। কিন্তু গত দশ বছরে আমরা এ ক্ষেত্রে কতটুকু অগ্রসর হয়েছি?

এখানে বাঙলা ভাষায় কুরআন করীমের কোনো তর্জমা আমাদের নেই। এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে যে বোর্ড গঠণ করা হয়েছিল রবওয়ায় এখন তা বাধাপ্রাপ্ত অবস্থায় আছে বলে মনে হচ্ছে। আমরা এখানে কোনো কোনো সহৃদয় বন্ধুর সহায়তায় এবং আর্থিক সাহায্যে

সুরা ফাতেহার তফসীর এবং আমপারার তফসীর প্রকাশ করার এরাদা করেছি। আশা করি সুরা ফাতেহার তফসীর আগামী সালানা জলসার পূর্বে প্রকাশ করা যাবে ইন্‌শাআল্লাহ্‌। এতে কমবেশী হাজার বিশেক টাকার দরকার হবে। আশার কথা যে, জামাত এখন মালী কুরবানীর ক্ষেত্রে অনেকটা অগ্রসর হতে পেরেছে, যদিও তবলীগের ক্ষেত্রে জামাত পিছিয়ে পড়েছে। মালী কোরবানীর ব্যাপারে ঢাকা, তেজগাঁ, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, সুন্দরবন, খুলনা জামাত বেশ অগ্রসর হয়েছে। সুতরাং আশা করা যাচ্ছে যে, খোদার ফজলে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ হবে। হুজুর আকদাস (আইঃ)-এর নির্দেশ যে, কুরআনের অর্থ, তত্ত্ব ও মা'রেফত সহ তফসীর শিখতে হবে। সেজন্যই আমরা আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে এই স্কীমটি হাতে নিয়েছি। এ কাজ সমাধার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন দোয়ার। আপনারা সর্বদা দোয়া করতে থাকুন।

জামাতের একটা ব্যধি হলো—কেউ বই কিনতে চায় না। সকলের আকাংখা ও চাহিদা অনুযায়ী হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'ইসলামী ওসুল কি ফিলসফীর' তর্জমা 'ইসলামী নীতি-দর্শন' প্রকাশ করা হয়েছে। অথচ, এই অমূল্য গ্রন্থটি কেনার ব্যাপারে কোনো উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। এ অবস্থা হতাশাব্যাঞ্জক। এ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে হবে। আনসার বই কিনুন, পড়ুন অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করুন। জামাতের অন্যান্য পুস্তকাদি পড়ুন। অন্যদেরকে পড়ান। পাকিস্তান আমলের ছাপা বই পুস্তক দিয়ে এতদিন কাজ চালানো হলো। কিন্তু, এখন পুনরায় ঐ সকল বই ছাপতে হবে। এজন্যও টাকা পয়সার প্রয়োজন।

খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া 'ইসলামী এবাদত' নামে যে দীনিয়াত পুস্তকটি প্রকাশ করেছে, এটি বিশেষ জরুরী কিতাব। এ বইটিও সকলের কেনা প্রয়োজন।

জামাতের বর্তমান নাজুক অবস্থাকে কাটিযে উঠতে হবে। এর প্রায় সাকুল্য দায়িত্বই মজলিসে আনসারুল্লার। আপনাদের কর্তব্য আপনারা যথাযথভাবে সম্পাদন করুন। হুজুর (আইঃ)-এর দেওয়া প্রোগ্রাম ওয়াকফে আর্জীতে বেশী বেশী করে শামিল হউন। দেখবেন, ইনশাআল্লাহ্‌ অল্পদিনের মধ্যেই জামাতের মধ্যে পুনরার বেদারী এসেছে। সব সময় দোয়ায় রত থাকুন। দিবারাত্র দোয়ার মধ্যেই নিমগ্ন থাকুন। ইনশাআল্লাহ্‌, প্রতিশ্রুত ও নির্ধারিত বিজয়ের পথে আমাদের এই জামাতও তার যথাযোগ্য মর্যাদা লাভে সক্ষম হবে। দোয়া করুন, যেন মহান আল্লার উদ্দেশ্যেই আমরা সর্ববিধ কোরবানী করে যেতে পারি। আল্লাহ তাঁর আপন ফজলে আমাদের সবাইকে সেই তওফিক দান করুন। আমীন।

ওয়া আখেরুদাওয়ানা আনেল হামুদ্‌ লিল্লাহে রব্বিল আলামীন।

(নিজস্ব রিপোর্টার)

আহ্‌মদনগর মজলিসে আনসারুল্লার সালনা ইজতেমা অনুষ্ঠিত

১৬ই জানুয়ারী, আহ্‌মদনগর (পঞ্চগড় দিনাজপুর) মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র 'সালানা ইজতেমা' স্থানীয় মজজিদে আল্লাহ্‌তায়'লার ফজলে অত্যন্ত সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। কুয়াশাবৃত্ত প্রচণ্ড শীতের সকালে আনসার সাহেবান দূর দূর হইতে তাহাদের ইজতেমায় শরীক হওয়ার জন্য ছুটিয়া আসেন। বহু খোদ্দামও উহাতে অংশ গ্রহণ করেন। ইজতেমার অনুষ্ঠান-সূচী অনুযায়ী সকাল ও বিকালের দুই অধিবেশন মোহতরাম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেলাওত করেন মুন্সী সিরাজুল ইসলাম সাহেব। হযরত মসিহ মউওদ (আঃ)-এর পবিত্র কালাম দুর্‌রে সমীন হইতে নজম পাঠ করেন দরবেশ আবদুস সালাম সাহেব। অতঃপর মহতরম জনাব আমীর সাহেব এজতেমায়ী দোয়া এবং আনসারুল্লাহ্‌র আহ্‌াদ-নামা পাঠের মাধ্যমে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও মর্মস্পর্শী উদ্বোধী ভাষণ দান করেন। অতঃপর জীক্‌রে এলাহী ও কবুলিয়তে দোয়া, মালী কোরবানী, তরবিয়তে আওলাদ, কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব, বয়াতের শর্তবলী ও আমাদের দায়িত্ব বিষয়ে যথাক্রমে মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী, মৌঃ নূরুদ্দীন আফ্রাদ, মুয়াল্লেম, মৌঃ বেলাল হোসেন খান, প্রেসিডেন্ট আহ্‌মদনগর জমাত, মৌঃ আবদুল ওয়াহেদ, জয়ীম আনসারুল্লাহ্‌ এবং মৌঃ শরীফ আহ্‌মদ, সেক্রেটারী মাল বক্তৃতা করেন। প্রত্যেকটি বক্তৃতাই আল্লাহ্‌তায়ালার জফলে জ্ঞান গর্ভ এবং হৃদয়গ্রাহী ছিল। অতঃপর দুপুরের খাওয়া এবং জোহর ও আসর নামায বা-জামাত আদায়ের পর ইজতেমার দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। তেলাওত কোরআন পাক ও নযম পাঠের পর মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরব্বী কুরআন শরীফ হইতে এক রুকু দরস দান করেন। অতঃপর পঞ্চগড় জমাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মৌঃ সাজেদুর রহমান সাহেব তালিম ও তরবিয়ত সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। তারপর মহতরম জনাব আমীর সাহেব আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্বাবলী সম্পর্কে এক সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দানের মাধ্যমে এজতেমায়ী দোয়া করিয়া মাগরিবের পূর্বে এই বাবরকত ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। (নিজস্ব রিপোর্টার)

জামাত সমূহের আগামী তালিমী পরীক্ষা

বিষয়—ইসলামী নীতি-দর্শন পুস্তকে প্রথম প্রশ্নের উত্তর

তারিখ – ২৮ শে মার্চ, ১৯৭৬

জামাতের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলকে জানান যাইতেছে হে, আগামী মার্চ মাসের ২৮শে তারিখে জামাতের সকল আনসার, খোদ্দাম, আতফাল ও লাজনার জন্য উপরোক্ত বিষয়ের পরীক্ষার দিন ধার্য হইয়াছে। যথাসময়ে প্রশ্ন পত্র প্রেরিত হইবে। ইনশাআল্লাহ্‌।

(সেক্রেটারী তালীম, বাংলাদেশ আঃ আঃ)

দোওয়ার জন্য প্রার্থনা

এতদ্বারা সকল আহ্‌মদী ভাই ভগ্নীদের নিকটে ও আত্মীয় স্বজনের খেদমতে আমার বিনীত নিবেদন যে বিগত ৭ বৎসর যাবৎ আমি "ব্লাড প্রেসার লো" রোগে ভুগিয়া আসিতেছি। এখন আমি উপলব্ধি করিতেছি যে শীঘ্রই আপনাদিগকে ছাড়িয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের খেদমতে হাজির হইতে হইবে। বর্তমানে আমার স্বাস্থ্যও বিশেষ ভাল নহে। আপনাদের সঙ্গে অনেক দিন যাবৎ উঠা বসা করিয়া আসিয়াছি। যদি কেহ আমার কোন কাজে বা কথায় দুঃখিত বা ব্যথিত হইয়া থাকেন তবে অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করতঃ বাধিত করিবেন। আশা করি আমার এই বিনীত নিবেদনকে কেহই উপেক্ষা করিবেন না ও আমার মাগফেরাতের জন্য খাছ ভাবে দোওয়া করিয়া নাজাতের পথ খোলাশা করিয়া দিতে ত্রুটি করিবেন না। আমার এই প্রার্থনা আপনাদের খেদমতে রহিল। ইতি,—

দোওয়ার প্রার্থী
খাকছার—সৈয়দ সাঈদ আহমদ (ওফিয়া আনহো)
অবসর প্রাপ্ত ইন্সপেক্টর বয়তুল মাল।
মৌলভী পাড়া, ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া।

শোক সংবাদ

আহ্‌মদনগর (জিলা দিনাজপুর) নিবাসী জনাব মনিরুদ্দীন আফ্রাদ সাহেব গত ৮/১২/৭৫ ইং রাত ৮।।০ টায় ইন্তেকাল করেন। ইন্না.....রাজিউন। তিনি একজনপ্রবীন ও মুখলেস আহমদী ছিলেন। তিনি এক কালে আহমদনগর জমাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং তাহার জন্মস্থান রামপুর আঃ আঞ্জুমানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁহার ১ম ও ৩য় ২টি ছেলেকে জমাতের খেদমতে ওয়াক্‌ফ করিয়া কাদিয়ান প্রেরণ করিয়াছিলেন। ২টি পুত্রই অল্প বয়সে পরলোক গমন করে। মৃত্যু কালে তিনি ১ স্ত্রী ১ পুত্র ও পুত্র বধু, ২টি নাতি ও ৪টি নাত্নী রাখিয়া যান। বন্ধুগণের খেদমতে তাঁহার আত্মার মাগফেরাত ও তাঁহার দারাজাতের বুলন্দি এবং তাঁহার শোকাতুর পরিবারবর্গের সান্তনার জন্য দোয়ার আবেদন জানান হইতেছে।

সালানা জলসা সম্বন্ধে জামাত সমূহের প্রেসিডেন্টের নিকট বিশেষ নিবেদন

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, এ বৎসর বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদিয়া ৫৩ তম সালানা জলসা ইনশাআল্লাহ আগামী ৫, ৬ ও ৭ই মার্চ, ১৯৭৬ ইং যথাক্রমে শুক্র শনি ও রবিবার ঢাকা দারুত তবলীগে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে অনুষ্ঠিত হইবে। বিগত বৎসরগুলির তুলনায় এ বৎসর মেহমানদের সমাগমও বেশী আশা করা যায়। আপনিও স্থানীয় জামাতে বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে ইহা এলান করিয়া দিবেন, যাহাতে অধিক সংখ্যক ভ্রাতা এই মহান আধ্যাত্মিক জলসা হইতে ফায়দা হাসিল করিতে সচেষ্ট হন। জেরে তবলীগি বন্ধু বান্ধবদের ইহাতে শরীক হওয়ার জন্য অনুপ্রানীত করিবেন। জলসার সামগ্রিক ব্যয় নির্বাহের জন্য জলসা কমিটি মোট ৫৫,০০০/ (পঞ্চান্ন হাজার) টাকার হিসাব ধরিয়াছেন।

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জলসা কমিটি আপনার জামাতের উপর কিছু টাকা জলসার চাঁদা হিসাবে ধার্য্য করিয়া ইহা আশা করিবে যে, আপনি সত্বর সেই চাঁদা আদায় করতঃ অত্র অফিসে পাঠাইয়া জলসার কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের কার্যে সহায়তা প্রদানে অশেষ ছওয়াবের ভাগী হইবেন।

যদি কোন বন্ধু এই উপলক্ষে আকিকার গরু ছাগল ইত্যাদি দান করিতে চাহেন, উহাও সাদরে গৃহীত হইবে এবং জলসায় দোওয়ার জন্য এলান করা হইবে।

জলসার পূর্ণ কামিয়াবীর জন্য বন্ধুদের নিকট খাসভাবে দোওয়ার অনুরোধ করা যাইতেছে।

গত বৎসর কাদীয়ানের বুযুর্গান একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্বেও আমাদের জলসায় যোগদান করিতে পারেন নাই। এবার কাদীয়ান ও রবওয়ার বুযুর্গানকে দাওয়াত দেওয়া হইয়াছে। বন্ধুগণ দোওয়া করিবেন যেন কাদের খোদা তাঁহার পবিত্র সেলসেলার মের কযের বুযুর্গানের উপস্থিতি দ্বারা আমাদের জলসাকে বরকতময় করেন।

আল্লাহতায়ালা আপনাদের সকলের হাফেজ ও নাসের হউন।

—শহীদুর রহমান

সেক্রেটারী ইসলাহ ও ইরশাদ ও জলসা কমিটি

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, ঢাকা।

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত বয়াত (দীক্ষা) গ্রহনের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্টকান জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত: বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লোমের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন প্রান, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে:

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং ভদ্রতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিড়িয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"—

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ)।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.